15

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

আকর্ষণহীন জাতীয় গ্রন্থমেলা আজ শেষ হচ্ছে

(সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক)

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনেকটা নীরবে নিভৃতে একপক্ষকাল সময় কাটিয়ে আজ মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থমেলা। সংখ্যার হিসেবে এটি চতুর্দশ মেলা। মেলার আয়োজন করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। দেশব্যাপী রুচিশীল বইয়ের পাঠক সৃষ্টি এবং প্রকাশনা শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ভিত্তিক এই গ্রন্থমেলা।

গত কয়েকদিন মেলা ঘুরে, প্রকাশকদের সাথে আলাপ করে বোঝা গেলো অত্যন্ত নিরানন্দ ও হতাশা-ব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যদিয়ে বইমেলার দিনগুলো কেটেছে। না, প্রকাশক না বই ক্রেতা কারো মধ্যেই এই গ্রন্থমেলা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। একুশের বইমেলা বলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ফেব্রুয়ারি মাসের পুরো সময়জুড়ে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক এবং মেজাজ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় গ্রন্থমেলা। কিন্তু আয়োজন, আলোড়ন, অংশগ্রহণ সবদিক দিয়ে একুশের বইমেলার ধারেকাছে যেতে পারে না এই জাতীয় গ্রন্থমেলা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অবশ্য মেলা মাঝে মধ্যে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরেও অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের মেলা মোটেই জমেনি। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন জন বলে বিভিন্ন কথা। বিশিষ্ট প্রকাশক ফজলুর রহমান বলেন, ওসমানী মিলনায়তন সুযোগ সুবিধার এবং আধুনিকতার দিক দিয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ মিলনায়তন হলেও এটি কোন 'পাবলিক প্লেস' নয়। এখানকার সব কর্মকান্ড হয় ভিআইপিদের দ্বারা এবং ভিআইপিদের জন্য। সাধারণ মানুষ যারা বই পড়েন এবং পড়েন বেশী, তাদের এখানে আসার সৌভাগ্য হয়না বললেই চলে। ওসমানী মিলনায়তন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের দূরত্ব গড়ে উঠেছে, কিছুটা ভীতিও আছে। সবমিলিয়ে সাধারণ দর্শক-ক্রেতারা এখানে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না। এজন্য মেলায় দর্শক এবং ক্রেতা দু'ধরনের লোকই এসেছেন খুব কম।

জাতীয় গ্রন্থমেলা আসলে প্রকাশকদের মেলা। একজন প্রকাশক নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব বই প্রকাশ করেছেন শুধু সেসব বইই মেলায় প্রদর্শন এবং বিক্রি করতে পারছেন। সুবর্ণ প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী আহমেদ মাহফুজুল হক বলেন, জাতীয় গ্রন্থমেলা উপলক্ষে নতুন বই প্রকাশ করার কোন রেওয়াজ নেই। এজন্য বই প্রেমিকদের কাছে মেলার আকর্ষণ খুব কম। যারা কমদামে নতুন বই কেনার সুযোগ নিতে চান, তারা মেলায় এসেছেনকম।

একুশের বইমেলায় যেখানে প্রতিদিন ১৫/২০ হাজার দর্শক ভীড় করতেন সেখানে এ মেলায় দর্শক এসেছেন প্রতিদিন গড় হিসেবে মাত্র হাজার খানেক। মেলায় প্রবেশপত্র বিক্রির হিসেব দেখিয়ে একজন প্রকাশক এই তথ্য দেন। 'সময় প্রকাশনে'র ফরিদ আহমেদ বলেন, এই গ্রন্থমেলা যে একটি জাতীয় মেলা তা এর আয়োজন এবং প্রচার কৌশল দেখে মনে হয়না। মেলা নিয়ে পত্রপত্রিকায় কোন প্রচার নেই। মেলা স্থানেও চোখে পড়ার মতো কোন সাজসজ্জা করা হয়নি। টিভিতে নামমাত্র বিজ্ঞাপন এবং কিছু পোষ্টার লাগানো হয়েছে কোথাও কোথাও। মেলা স্থলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও একমাত্র তোরণ ছাড়া আর কিছু দর্শকদের চোখে পড়েনা। এসব দেখে মনে হয় প্রচন্ড দায়সারা গোছের আয়োজন এই মেলা।

জাতীয় গ্রন্থমেলা দর্শক আকর্ষণের দিকে যেমন চরম দুর্বল তেমনি দুর্বল ছিল বইবিক্রির ক্ষেত্রেও। শতকরা ২০ ভাগ কমিশন দেয়া হলেও বই কেনার ব্যাপারে ক্রেতাদের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। বই বিক্রি হয়েছে একুশের মেলার তুলনায় পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। কোন কোন প্রকাশক মেলায় যা খরচ করেছেন তাও তুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। এতথ্য দিলেন অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথ।

একুশের মেলার মতো জাতীয় গ্রন্থমেলা সাফল্য-ব্যর্থতার ক্ষেত্রে প্রকাশকদের ব্যবসা বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত না- এমন মন্তব্য করেছেন কয়েকজন দর্শক-ক্রেতা। শাখাওয়াত হোসেন নামে একজন দর্শক বলেন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই নিরিবিলি প্রায় ২ হাজার বইয়ের মনোজ্ঞ প্রদর্শনী হচ্ছে-এটাই কম কিসে?